নির্বাচন ঘিরে ঝিনাইদহে কিশোর গ্যাংয়ের দাপট

নির্বাচনকে ঘিরে ঝিনাইদহের বিভিন্ন এলাকায় উদ্বেগজনকভাবে সক্রিয় হয়ে উঠেছে কিশোর গ্যাং। তাদের দাপটে ভোটার ও সাধারণ মানুষের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। পোস্টার লাগানো থেকে শুরু করে মাইকিং, প্রচারণা মিছিল, এমনকি রাতের আঁধারে ভোটারদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে হুমকি-ধমকি দেওয়াসহ সব ক্ষেত্রেই প্রভাব বিস্তার করছে এসব কিশোর গোষ্ঠী।

জানা গেছে, ঝিনাইদহের বিভিন্ন এলাকায় ১৪ থেকে ১৮ বছর বয়সী কিশোরদের নিয়ে গড়ে ওঠা একাধিক গ্যাং এখন নির্বাচনী প্রচারণার ভাড়াটে শক্তি হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। তারা প্রতিপক্ষের পোস্টার ছেঁড়া, প্রচারণায় বাধা, পথরোধ, হুমকি দেওয়া এবং কখনো কখনো মারধরের মতো ঘটনায় জড়িয়ে পড়ছে। এমনকি রাতে সাধারণ ভোটারদের বাড়িতে ভোট চাওয়ার নামে চুরি-ডাকাতির মতো ঘটনাও ঘটাচ্ছে। লোহার রড কিংবা ধারালো অস্ত্র নিয়ে তারা নিয়মিত মহড়া দিচ্ছে। কোথাও কোথাও প্রতিপক্ষ প্রার্থীদের নির্বাচনী কার্যালয় ও তাদের কর্মী-সমর্থকদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে ভাঙচুরে অংশ নিচ্ছে।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, এই কিশোর গ্যাংয়ের উত্থান এ জেলায় নতুন নয়। তবে নির্বাচনকে কেন্দ্র করে তাদের সক্রিয়তা কয়েক গুণ বেড়ে গেছে। বিভিন্ন দলের প্রার্থীরা তাদের পেছনে টাকা বিনিয়োগ করছে এবং আশ্রয়-প্রশ্রয় দিচ্ছে। প্রতিপক্ষ প্রার্থীকে দমন-পীড়ন করতে এসব কিশোর গ্যাংয়ের সদস্যদের ব্যবহার করা হচ্ছে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কালীগঞ্জ শহরের এক চাল ব্যবসায়ী বলেন, ‘আগে বড়রা এসব কাজ করত। এখন দেখি কিশোর ছেলেরা দল বেঁধে এসে আমাদের হুমকি দেয়। কয়েক দিন ধরে কিশোর অপরাধীদের দাপটে সন্ধ্যার পর অনেক এলাকায় দোকানপাট আগেভাগেই বন্ধ রাখতে হচ্ছে।’

ইয়াসমিন আরা নামের এক নারী ভোটার বলেন, ‘এবার কেন্দ্রে ভোট দিতে যাওয়ার সময় নিরাপত্তা কতটুকু পাওয়া যাবে, তা নিয়ে শঙ্কায় রয়েছি। রাতে বাড়িতে এসে নির্দিষ্ট প্রতীকে ভোট দিতে চাপ প্রয়োগ করছে কিশোর সদস্যরা। বর্তমানে বাইরে কিশোর ছেলেদের দল দেখলেই ভয় লাগে। ভোটের দিন তারা এ ধরনের কাজ অব্যাহত রাখলে কেন্দ্রে

যেতে আমাদের অসুবিধা হবে।’

ঝিনাইদহ-৪ আসনের এক প্রার্থীর নির্বাচনী এজেন্ট বলেন, ‘নির্বাচনী প্রচারণায় বের হলেই বাধার মুখে পড়তে হয়। বড়রা সামনে থাকে না, কিশোরদের দিয়ে কাজ করায়। তারা ভয় পায় না, কারণ জানে শাস্তি হবে না। নামমাত্র কিছু টাকা খরচ করলেই প্রতিপক্ষ প্রার্থীদের অফিস ভাঙচুর ও পোস্টার ছেঁড়ার কাজ করানো যায়। এদের অনেকগুলো গ্রুপ আছে, প্রয়োজন অনুযায়ী একেক সময় একেক গ্রুপকে কাজে লাগানো হয়।’

জেলা সচেতন নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি আনোয়ারুজ্জামান আজাদ বলেন, ‘কিশোরদের এসব অপরাধে জড়িয়ে পড়ার পেছনে সামাজিক ও পারিবারিক কারণ রয়েছে। বেকারত্ব ও সামাজিক নজরদারির অভাব তাদের অপরাধের পথে ঠেলে দিচ্ছে। নির্বাচন এলেই রাজনৈতিক দলের বিভিন্ন প্রার্থী এই দুর্বলতাকে কাজে লাগাচ্ছে। এ অপরাধ রোধে শুধু আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর তৎপরতা বাড়ালেই হবে না। রাজনৈতিক দলগুলোর দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করা, কিশোরদের অপরাধে ব্যবহারের প্রবণতা বন্ধ করা এবং সামাজিকভাবে তাদের পুনর্বাসনের উদ্যোগ নিতে হবে। নইলে নির্বাচন এলেই কিশোর গ্যাংয়ের দাপট আরও ভয়াবহ রূপ নিতে পারে। এ ধরনের অপরাধ গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার জন্য বড় হুমকি।’

এ বিষয়ে জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা ও জেলা প্রশাসক মো. আব্দুল্লাহ আল মাসউদ মেহেরপুর প্রতিদিনকে বলেন, ‘কিশোর অপরাধের বিষয়টি নজরে রাখা হচ্ছে। আমরা গোয়েন্দা তৎপরতা বাড়িয়েছি। এ ধরনের ঘটনা ঘটলেই তাদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

১০ তারিখ সকাল থেকে নির্বাচনী প্রচারণা বন্ধ, বিজ্ঞপ্তি জারি

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট ২০২৬ উপলক্ষে মেহেরপুরের নির্বাচনী প্রচারণা বন্ধের নির্দেশ দিয়েছে জেলা প্রশাসন।

আগামী ১০ ফেব্রুয়ারি সকাল ৭টা ৩০ মিনিট থেকে ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ বিকাল ৪টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত সকল ধরনের নির্বাচনী প্রচারণা

নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। জেলা প্রশাসক ও রিটার্নিং অফিসার ড. সৈয়দ এনামুল কবির স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ সকাল ৭টা ৩০ মিনিট থেকে বিকাল ৪টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত বিরতিহীনভাবে স্বচ্ছ ব্যালট বাক্সে মেহেরপুর জেলার দুটি সংসদীয় আসন ৭৩ মেহেরপুর-১ ও ৭৪ মেহেরপুর-২ এ ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে।

সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণ বিধিমালা, ২০২৫-এর বিধি ১৮ অনুযায়ী ভোটগ্রহণ শুরুর ৪৮ ঘণ্টা পূর্ব পর্যন্ত নির্বাচনী প্রচারণা চালানো যাবে। এছাড়া গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২-এর অনুচ্ছেদ ৭৮ (১) অনুযায়ী ভোটগ্রহণ শুরুর পূর্ববর্তী ৪৮ ঘণ্টা, ভোটগ্রহণের দিন এবং ভোটগ্রহণ শেষ হওয়ার পরবর্তী ৪৮ ঘণ্টা পর্যন্ত নির্বাচনী এলাকায় যেকোনো ধরনের প্রচারণা শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে।

এই আইনানুগ বিধান অনুসারে ১০ ফেব্রুয়ারি সকাল ৭টা ৩০ মিনিট থেকে ১৪ ফেব্রুয়ারি বিকাল ৪টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত উক্ত এলাকায় সকল প্রকার নির্বাচনী প্রচারণা বন্ধ থাকবে বলে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে আরও জানানো হয়, এই আদেশ অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে মোবাইল কোর্ট পরিচালনাসহ প্রচলিত আইন অনুযায়ী কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

গাংনীতে বিএনপির কার্যালয়ের পাশ থেকে দুটি বোমা সাদৃশ্য বস্তু উদ্ধার

মেহেরপুরের গাংনীতে ষোলটাকা ইউনিয়নের আমতৈল গ্রামে অস্থায়ী নির্বাচনী কার্যালয়ের পাশ থেকে লাল টেপ দিয়ে মোড়ানো দুটি বোমা সাদৃশ্য বস্তু উদ্ধার করেছে পুলিশ।

আজ শনিবার সকালে স্থানীয়দের খবরের ভিত্তিতে গাংনী থানা পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে বোমা সাদৃশ্য বস্তু দুটি উদ্ধার করে পানি ভর্তি বালতিতে সংরক্ষন করে।

গাংনী থানার ওসি উত্তম কুমার দাস জানান, গাংনী উপজেলার ষোলটাকা ইউনিয়নের আমতৈল গ্রামের জগত আলীর চায়ের দোকানে বিএনপির অস্থায়ী কার্যালয় করা হয়। সেখান থেকেই নির্বাচনী প্রচার প্রচার প্রচারনা চালানো হচ্ছিল। আজ শনিবার সকালে সেখানে লালটেপ দিয়ে মোড়ানো দুটি বোমা সাদৃশ্য বস্তুু পড়ে থাকতে দেখে স্থানীয়রা খবর দিলে ঘটনাস্থল থেকে বোমা সাদৃশ্য বস্তুুটি উদ্ধার করে থানা হেফাজতে নেওয়া হয়েছে। কে বা কাহারা বোমা সাদৃশ্য বস্তুু রেখে এলাকায় আতংঙ্ক সৃষ্টির চেষ্টা করছে তাদের সনাক্ত করার চেষ্টা চলছে।

অবাধ, সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন নিশ্চিতে সাংবাদিকদের ভূমিকা অপরিসীম

চুয়াডাঙ্গা ও মেহেরপুর জেলার সাংবাদিকদের জন্য প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি) কর্তৃক ‘নির্বাচনকালীন সাংবাদিকতা’ বিষয়ক দুই দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

প্রশিক্ষণের উদ্বোধন হয় গত বুধবার সকালে চুয়াডাঙ্গা সার্কিট হাউস অডিটরিয়ামে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন, প্রশিক্ষণ কো-অর্ডিনেটর সাহানোয়ার সাইদ শাহীন। প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, চুয়াডাঙ্গা প্রেসক্লাবের সভাপতি নাজমুল হক স্বপন।

বিশেষ অতিথি ছিলেন, চুয়াডাঙ্গা প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক শাহ আলম সনি, বাংলাদেশ সাংবাদিক সমিতির চুয়াডাঙ্গা জেলা ইউনিটের সভাপতি অ্যাডভোকেট রফিকুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক হুসাইন মালিক, মেহেরপুর প্রেসক্লাবের সভাপতি ফজলুল হক মন্টু, সাধারণ সম্পাদক মাজেদুল হক মানিক, মেহেরপুর জেলা প্রেসক্লাবের সভাপতি তোজাম্মেল আযম ও সাধারণ সম্পাদক মাহাবুব চান্দু।

প্রশিক্ষণে চুয়াডাঙ্গা ও মেহেরপুর জেলার প্রিন্ট, ইলেকট্রনিক ও অনলাইন গণমাধ্যমে কর্মরত প্রায় ৫০ জন সাংবাদিক অংশগ্রহণ করেন। উদ্বোধনী দিনে ইউল্যাবের শিক্ষক ও সাংবাদিক নাজিয়া আফরিন মনামী নির্বাচনী সাংবাদিকতার বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। আলোচনার মধ্যে ছিল নির্বাচনকালীন আচরণবিধি, সংবাদ সংগ্রহে নিরাপত্তা, ভুয়া তথ্য ও গুজব প্রতিরোধ, রাজনৈতিক দলের সমান গুরুত্ব প্রদান এবং আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি সম্পর্কে দায়বদ্ধ প্রতিবেদন প্রণয়নের বিষয়।

কর্মশালার দ্বিতীয় দিনে অর্থাৎ সমাপনী অধিবেশনে প্রশিক্ষক ছিলেন, ঢাকা মেইলের নির্বাহী সম্পাদক হারুন জামিল।

প্রশিক্ষণ প্রদানকালে তিনি বলেন, বর্তমান সময়ে তথ্যপ্রযুক্তির কারণে গুজব দ্রুত ছড়ায়। জনগণ সত্য জানতে গণমাধ্যমের দিকে তাকায়। এই আস্থার মর্যাদা রক্ষার জন্য সাংবাদিকদের প্রতিটি সংবাদ যথাযথভাবে যাচাই-বাছাই করা জরুরি। বিশেষ করে নির্বাচনকালীন সময়ে ভুল সংবাদ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে পারে। তাই নিরপেক্ষ ও বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতা চর্চা করতে হবে।

চুয়াডাঙ্গার জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ কামাল হোসেন প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বলেন, আমরা একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন নিশ্চিত করতে চাই। ভোটাররা উৎসবমুখর পরিবেশে ভোট দিবেন এবং অনিয়ম বা জাল ভোটের ক্ষেত্রে প্রশাসন জিরো টলারেন্স নীতি অনুসরণ করবে।

জেলা প্রশাসক আরও বলেন, চুয়াডাঙ্গার জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ কামাল হোসেন আরও বলেন, একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন নিশ্চিত করতে সাংবাদিকদের ভূমিকা অপরিসীম। তারা দায়িত্বশীল ও নিরপেক্ষ সংবাদ পরিবেশনের মাধ্যমে দেশবাসীর কাছে সঠিক তথ্য পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

দুই দিনের প্রশিক্ষণ শেষে অংশগ্রহণকারী সাংবাদিকদের হাতে পিআইবি’র পক্ষ থেকে সনদপত্র প্রদান করা হয়।

মেহেরপুরের পিরোজপুরে তাজউদ্দিন খানের নির্বাচনী প্রচারণা ও সমাবেশ

মেহেরপুরের পিরোজপুর গ্রামে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর মনোনীত প্রার্থী ও জেলা জামায়াতের আমির তাজ উদ্দিন খানের নির্বাচনী প্রচারণা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সোমবার (২ ফেব্রুয়ারি) বাদ আসর থেকে গ্রামের প্রধান সড়কগুলোতে ব্যাপকভাবে প্রচারণা চালানো হয়। নেতাকর্মী ও সমর্থকরা মাইকিং, লিফলেট বিতরণ এবং দাঁড়িপাল্লা প্রতীকের প্রচার করে জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। প্রচারণা শেষে গ্রামের একটি স্থানে সংক্ষিপ্ত সমাবেশের আয়োজন করা হয়, যেখানে স্থানীয় নেতাকর্মী, সমর্থক এবং সাধারণ জনগণ উপস্থিত ছিলেন।

সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তাজ উদ্দিন খান বলেন, “ইসলামী মূল্যবোধের ভিত্তিতে একটি ন্যায়ভিত্তিক সমাজ গঠনই আমাদের মূল লক্ষ্য। দল-মত নির্বিশেষে, ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলকে নিয়ে আমরা এ দেশ গড়তে চাই। আমরা দুর্নীতিমুক্ত রাখবো এ দেশকে, আর দুর্নীতিমুক্ত থাকবো আমরা নিজেরা। জনগণের বিশ্বাস ও ভালোবাসার প্রতিদান আমরা সততা ও সেবার মাধ্যমে দিতে চাই।”

এ সময় উপস্থিত ছিলেন জেলা জামায়াতের নায়েবে আমির মাওলানা মাহবুবুল আলম, জেলা শ্রমিক ফেডারেশনের সভাপতি আব্দুর রউফ মুকুল, জেলা শিবিরের সভাপতি আব্দুল সালাম, সদর উপজেলা জামায়াতের আমির সোহেল রানা, সেক্রেটারি ও আমঝুপি ইউনিয়নের চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী জাব্বারুল ইসলামসহ ১১ দলীয় জোটের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

মেহেরপুরের দুটি ওয়ার্ডে মাসুদ অরুনের পক্ষে নির্বাচনী প্রচারণা

মেহেরপুরের ৫ ও ২ নম্বর ওয়ার্ডে বিএনপির মনোনীত প্রার্থী মাসুদ অরুনের পক্ষে ধানের শীষ প্রতীকের নির্বাচনী প্রচারণা ও লিফলেট বিতরণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সোমবার বিকেলে এ দুই ওয়ার্ডে পৃথকভাবে এ প্রচারণা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

৫ নম্বর ওয়ার্ডে পৌর বিএনপির সাবেক সহ-সভাপতি আব্দুস সামাদের নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত প্রচারণায় অংশ নেন পৌর বিএনপির সাবেক সভাপতি ও সাবেক ভিপি জাহাঙ্গীর বিশ্বাস। এ সময় জেলা যুবদলের যুগ্ম আহ্বায়ক শিমুল বিশ্বাসসহ বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের স্থানীয় নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

অপরদিকে, ২ নম্বর ওয়ার্ডে অনুষ্ঠিত নির্বাচনী প্রচারণায় উপস্থিত ছিলেন পৌর বিএনপির সাবেক সভাপতি ও সাবেক ভিপি জাহাঙ্গীর বিশ্বাস। এ সময় উপস্থিত ছিলেন পৌর ছাত্রদলের সভাপতি তৌফিক এলাহী, জেলা যুবদলের সভাপতি জাহিদুল হক জাহিদসহ বিএনপি ও ওয়ার্ড পর্যায়ের বিভিন্ন নেতাকর্মীরা অংশ নেন।

প্রচারণাকালে নেতাকর্মীরা ধানের শীষ প্রতীকের পক্ষে ভোট প্রার্থনা করেন এবং সাধারণ মানুষের মাঝে লিফলেট বিতরণ করেন।

ঝিনাইদহে আওয়ামী লীগের ভোট টানতে মরিয়া প্রার্থীরা

ঝিনাইদহের চারটি সংসদীয় আসনে নির্বাচনী প্রচার-প্রচারণা জমে উঠেছে। নিজেদের পক্ষে ভোট টানতে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের

প্রার্থীরা ভোটারদের দ্বারে দ্বারে যাচ্ছেন। দিচ্ছেন উন্নয়নের নানা প্রতিশ্রুতি। বিশেষ করে আওয়ামী লীগের ভোটারদের সমর্থন পেতে অধিকাংশ প্রার্থী সরব হয়েছেন।

আওয়ামী লীগের সাধারণ নেতাকর্মীদের ওপর জুলুম করা যাবে না বলে বিভিন্ন সমাবেশে বক্তব্য রাখছেন তাঁরা। তাদের হয়রানি না করতেও হুঁশিয়ারি দিচ্ছেন। আওয়ামী লীগের ভোটারদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এই সরকারের দায়িত্ব বলেও মন্তব্য করেছেন কেউ কেউ। অনেকে দাবি করেছেন, তা না হলে নির্বাচনের নিরপেক্ষতা প্রশ্নের মুখে পড়বে।

জানা গেছে, ঝিনাইদহ-১ (শৈলকুপা) আসনে বিএনপির প্রার্থী সাবেক অ্যাটর্নি জেনারেল মো. আসাদুজ্জামান ধানের শীষ প্রতীকে নির্বাচন করছেন। সম্প্রতি তিনি তাঁর নির্বাচনী এলাকায় আওয়ামী লীগের ভোটারদের সমর্থন পেতে প্রকাশ্যে দলটির পক্ষে বক্তব্য দিয়েছেন।

একটি নির্বাচনী সভায় মো. আসাদুজ্জামান বলেন, ‘আওয়ামী লীগে যেমন খুনি আছে, তেমনি অনেক আদর্শিক সৈনিকও আছে। জুলাই গণঅভ্যুত্থানের পর আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধ করার জন্য জামায়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে রিট পিটিশন দায়ের করা হয়েছিল। আমি তখন অ্যাটর্নি জেনারেল ছিলাম, সেটি আমি হতে দেইনি।’

ঝিনাইদহ-৪ (কালীগঞ্জ ও সদরের আংশিক) আসনে বিএনপির প্রার্থী গণঅধিকার পরিষদের সাবেক সাধারণ সম্পাদক রাশেদ খাঁন ধানের শীষ প্রতীকে নির্বাচন করছেন। তিনিও নির্বাচনী প্রচারে কৌশলে আওয়ামী লীগের সাধারণ ভোটারদের সমর্থন অর্জনের চেষ্টা চালাচ্ছেন।

বিভিন্ন সভা-সমাবেশে তিনি বলেন, ‘আওয়ামী লীগের নিরীহ ও সাধারণ কাউকে যেন জুলুম বা অত্যাচার করা না হয়।’ চব্বিশের ৫ আগস্টের পর আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের কাছ থেকে চাঁদাবাজির বিরুদ্ধেও তিনি প্রকাশ্যে কথা বলছেন।

এছাড়া নির্বাচনকে কেন্দ্র করে জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থীরাও আওয়ামী লীগের ভোট টানতে সর্বোচ্চ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। দলটির নেতাকর্মীরা আওয়ামী লীগের ভোটারদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিতের আশ্বাস দিচ্ছেন।

অপরদিকে ঝিনাইদহ-২ ও ঝিনাইদহ-৪ আসনের অন্যান্য প্রার্থী ও তাঁদের কর্মী-সমর্থকরাও আওয়ামী লীগের ভোটারদের কাছে টানতে নানা কৌশল অবলম্বন করছেন।

জেলা সচেতন নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি আনোয়ারুজ্জামান আজাদ বলেন, ‘কার্যক্রম নিষিদ্ধ থাকায় এবারের সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ কার্যত নির্বাচনী মাঠে নেই। ঝিনাইদহের সবকটি আসনেই মূল প্রতিদ্বন্দ্বিতা বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থীদের মধ্যে। এ কারণে প্রার্থীরা কৌশলে আওয়ামী লীগের ভোটার টানার চেষ্টা করছেন। কেউ কেউ আওয়ামী লীগ-সমর্থিত ভোটারদের নিরাপদে রাখার আশ্বাস দিচ্ছেন, আবার কেউ কেউ ভোট না দিলে নানা ধরনের ভয়ভীতি দেখাচ্ছেন। এটি ভোটের রাজনীতির একটি অংশ হয়ে উঠেছে। তবে আওয়ামী লীগের ভোট কোন প্রার্থী পাবে, তা এখনই বলা যাচ্ছে না।’

তিনি আরও বলেন, ‘ঝিনাইদহ-৪ আসনে বিএনপির নেতা-কর্মীরা স্বতন্ত্র প্রার্থীর কর্মী ও সমর্থকদের বিভিন্নভাবে হয়রানি করছেন বলেও অভিযোগ রয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন এলাকায় বিএনপি ও জামায়াতের কর্মীরা একে অপরের পোস্টার ছিঁড়ে ফেলছে। অনেককে ভয়ভীতি দেখানো হয়েছে, যা নির্বাচনের লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড নষ্ট করছে। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্টদের নজরদারি আরও বাড়াতে হবে।’

ঝিনাইদহের চারটি সংসদীয় আসনে মোট ২১ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। এবারের নির্বাচনে জেলার চারটি আসনে মোট ১৫ লাখ ৯৬ হাজার ভোটার তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করবেন। এর মধ্যে নারী ভোটার ৮ লাখ ৯৫ হাজার ৯৮৪ জন, পুরুষ ভোটার ৮ লাখ ৩৯০ জন এবং তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার ২৯ জন।

মেহেরপুর পৌর যুবদল ও ছাত্রদলের নেতৃত্বে কুতুবপুরে নির্বাচনী প্রচারণা

মেহেরপুর পৌর যুবদল ও ছাত্রদলের নেতৃত্বে মাসুদ অরুনের পক্ষে ধানের শীষের নির্বাচনী প্রচারণা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মেহেরপুর-১ আসনের ধানের শীষের প্রার্থী মাসুদ অরুনের দিকনির্দেশনা ও পরামর্শে প্রতিদিনের ধারাবাহিক ওয়ার্ডভিত্তিক

কর্মসূচির অংশ হিসেবে মেহেরপুর সদর উপজেলার কুতুবপুর ইউনিয়নের ৭ নং ওয়ার্ডে বুধবার বিকেলে ধানের শীষের নির্বাচনী প্রচারণা, গণসংযোগ ও লিফলেট বিতরণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে।

কর্মসূচিতে ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা ধানের শীষের পক্ষে স্লোগান দেন, সাধারণ মানুষের মাঝে ধানের শীষ প্রতীকের লিফলেট বিতরণ করেন এবং আসন্ন নির্বাচনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থীর পক্ষে সমর্থন কামনা করেন।

এসময় উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর পৌর যুবদলের সদস্য সচিব নওশেল আহমেদ রনি, যুগ্ম আহবায়ক শিমুল বিশ্বাস, ছাত্রনেতা রাসেল, বিজল, শাকিল, মাহিন, আশিক, স্বপন, মোমিন, নোমান, মনিব, সোহাগ, কানন, সোহান, জয়, দোয়েলসহ বিভিন্ন ওয়ার্ডের যুবদল ও ছাত্রদলের নেতৃবৃন্দ।

কোটচাঁদপুরে নির্বাচন নিয়ে তরুনদের ভাবনা ও প্রত্যাশা বিষয়ক সংলাপ

জেলার কোটচাঁদপুরে আগামী ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট নিয়ে তরুণদের ভাবনা এবং প্রত্যাশা বিষয়ক সংলাপ হয়েছে। সংলাপে উপজেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক, দুই শতাধিক শিক্ষার্থী ও তরুণ প্রজন্মের প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন।

মঙ্গলবার (২৭ জানুয়ারি) সকাল সাড়ে ৯টায় কোটচাঁদপুর উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে এ সংলাপের আয়োজন করে জেলা প্রশাসন।

কোটচাঁদপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এনামুল হাসানের সভাপতিত্বে সংলাপে প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা প্রশাসক আব্দুল্লাহ আল মাসউদ। অনুষ্ঠানে জেলা পুলিশ সুপার মাহফুজ আফজাল, জেলা নির্বাচন অফিসার আবুল হোসেনসহ নির্বাচন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

এ সময় আগামী ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটের গুরুত্ব, ভোটাধিকার প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা এবং তরুণদের দায়িত্ব নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। সংলাপে অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থী ও তরুণদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন উপস্থিত নির্বাচন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও অতিথিরা।

গণসংলাপে জেলা পুলিশ সুপার মাহফুজ আফজাল বলেন, রাষ্ট্ররসংস্কারের পক্ষে গণভোটে ‘হ্যাঁ’ ভোট দিতে হবে। সাম্য, মানবিক ও সমতাভিত্তিক সামাজিক মর্যাদাভিত্তিক বাংলাদেশ গঠনে গণভোট একটি সুযোগ। এই সুযোগনকাজে লাগাতে হবে।

সংলাপে অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাবে জেলা প্রশাসক মো. আব্দুল্লাহ আল মাসউদ বলেন, জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের দিনগুলোর কথা আমাদের স্মরণ রাখতে হবে। নতুন ন্যায়ভিত্তিক বাংলাদেশ গঠনে ‘হ্যাঁ’ এর পক্ষে জনমত তৈরি করতে হবে। গণভোটে ‘হ্যা’ জয়যুক্ত হলে দেশে সংস্কার বাস্তবায়ন হবে। নতুন বাংলাদেশ গড়ে তোলার আকাঙ্খা বাস্তবায়ন হবে।

অনুষ্ঠানে বিভিন্ন স্কুল কলেজ ও মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরা গণভোট ও জাতীয় নির্বাচনের সার্বিক প্রস্তুতি, দায়িত্ব, করণীয় ও নির্দেশনা বিষয়ে প্রশ্ন করেন।

কোটচাঁদপুরে নির্বাচনী কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট উপলক্ষে ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে নির্বাচন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

নির্বাচন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের আয়োজনে প্রশিক্ষণে ৮০৪ জন অংশগ্রহণ করেন। মঙ্গলবার সকালে কোটচাঁদপুর সরকারি খন্দকার

মোশারফ হোসেন কলেজ মিলনায়তনে এ প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়।

জেলা নির্বাচন অফিসার আবুল হোসেনের সভাপতিত্বে প্রশিক্ষণ কর্মশালায় প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা প্রশাসক ও জেলা রিটার্নিং অফিসার আব্দুল্লাহ আল মাসউদ। এতে পুলিশ সুপার মাহফুজ আফজাল, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এনামুল হাসানসহ নির্বাচন অফিসের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

দিনব্যাপী এ প্রশিক্ষণে কোটচাঁদপুর উপজেলার ৫৭ জন প্রিজাইডিং অফিসার, ২৪৯ জন সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার এবং ৪৯৮ জন পোলিং অফিসার প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। এসময় ভোটগ্রহণের দিন দায়িত্ব পালন, আইনশৃঙ্খলা রক্ষা, ব্যালট ব্যবস্থাপনা ও নির্বাচন সংক্রান্ত বিধি-বিধান সম্পর্কে বিস্তারিত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।